ব্যতিক্রম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

নেই কোন দলীয় নেতা, স্লোগান অস্ত্রের ঝঙ্কার, টেন্ডারবাজি

সংবাদ : শুভ্র শচীন, খুলনা

| ঢাকা , বুধবার, ১৬ অক্টোবর ২০১৯

দেশের নবম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি)। ১৯৯১ সালের ৩০ আগস্ট ৮০জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয়। তখন দেশের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির কলুষতার কারণে চরম অস্থিরতা, ভয়াবহ চিত্র বিরাজ করছিল। সংঘর্ষ, মারামারি, গুলি আতঙ্ক ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এ অবস্থায় যখন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়, ঠিক ব্যতিক্রম : সেদিনই ওরিয়েন্টেশনের আগেই খুবির প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা স্থির করেন, তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কলুষিত হতে দেবে না তাই ছাত্র রাজনীতি মুক্ত রাখা হবে।

সেই মতো ওরিয়েন্টেশনে প্রথম উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। সেখান থেকেই শুরু, আজও সেই শপথ ভাঙেননি খুবি শিক্ষার্থীরা!

জানা গেছে, খুবতে ছাত্রদের জন্যে কোন নিজস্ব ফোরাম নেই, নেই কোন দলীয় নেতা, কোন দলের স্বার্থনেষী কার্যক্রম নেই। উপস্থিতি নেই টেন্ডারবাজিরও। অস্ত্রের ঝংকার তো দূরে থাক রক্তের বিভীষিকাও নেই!

তবুও এখানে টিকে আছে নেতৃত্ব, বেঁচে আছে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ। এখানকার ছাত্ররা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায় সুন্দর আগামীর।

দেশে অন্য সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চলমান রয়েছে। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ, হানাহানি, মারামারির বহু সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রদের রক্তে সবুজ ক্যাম্পাস রঞ্জিত হয়েছে। দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ রাখতে হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রায় টানা তিন দশক ধরেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাত্র রাজনীতি মুক্ত। এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে শোনা যাবে না কোন স্লোগান, শোনা যাবে না উচ্চস্বরে শব্দ। অ্যাকাডেমিক ভবনসহ কোন ভবনের গায়ে, দেয়ালের গায়ে লেখা নেই, চিকা মারা নেই, নেই কোন স্লোগান লেখা।

১৯৯৯ সালের ১২ জানুয়ারি সিন্ডিকেটের ৭৬তম সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা অধ্যাদেশের ১৯(ক) ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তা একই অধ্যাদেশের ১৭(ক) ধারায় সন্নিবেশিত হয়। যেখানে বলা আছে কোন শিক্ষার্থী কোন

রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন বা প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবে না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানকার ক্যাম্পাস দীর্ঘ এ সময় ধরে ছাত্র রাজনীতি মুক্ত রাখার সেই কঠিন চ্যালেঞ্জকে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫টির বেশি ছাত্র সংগঠন রয়েছে যারা নির্বিঘ্নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বির্তক প্রতিযোগিতা, রক্তদান, নাটক, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত-নৃত্য চর্চার মতো আবহমান বাংলা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে এমন সব কিছুই হয়ে থাকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই কিন্তু বিগত দিনে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, বুয়েটের আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডসহ এমন অনেক ঘটনায় খুলনায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভে শামিল দিয়েছে। কিন্তু কোন ছাত্র রাজনীতির ব্যানারে নয় বরং সব শিক্ষার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়ে।

খুবির ভিসি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েকুজ্জামান বলেন, ছাত্র রাজনীতি না থাকার পরও খুবি স্বগৌরবে নিজেদের প্রকাশ করে চলছে বছরের পর বছর। সবচেয়ে ভালো শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তির সুযোগ পায়। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও অধিক যোগ্য ব্যক্তিদের নেয়া হয়। এখানে লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি নেই। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩০ বছরে হানাহানিতে কোন মায়ের কোল খালি হয়নি। এটা খুবির গর্ব।